R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২২ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৮ই অক্টোবর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ধুলিয়ান পুরসভার শতবর্ষ পূর্ণ হতে চললেও পানীয় জলের সমস্যা সেখানে মেটেনি

জীবন সরকার : ধুলিয়ান পুরসভার শতবর্ষ পূর্ণ হতে আর কয়েক বছর বাকী। কাঞ্চনতলার প্রয়াত জমিদার শচীন্দ্রনাথ রায় এক সময় অনুভব করেছিলেন—ধুলিয়ান পুর শহর হলে এলাকার মানুষ রাস্তা, পানীয় জল, আলো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা সব কিছুর স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন। শচীনবাবু পুরপতি থাকার সময় ধুলিয়ান পুর এলাকার যতটা উন্নতি হয়েছিল, প্রয়াত সুধীরকুমার সাহা পুরপতি থাকার সময় পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তারপর আর কোন পুরপতিই পুর এলাকার প্রতি সে রকম দৃষ্টি দেননি—এমনই অভিযোগ ধুলিয়ানের আপামর মানুষের। বর্তমানে শারদীয়া উৎসব শেষ হলেও পবিত্র ঈদ উৎসব সামনে। অথচ পুর এলাকার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। পুর কর্তৃপক্ষ রাস্তায় কয়েক গাড়ী ডাষ্ট ফেলে দিয়ে এবং শহরের ব্যস্ত এলাকায় কয়েকটা অতিরিক্ত আলো লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেছে। এতেও মানুষ ক্ষুব্ধ নন। কিন্তু এই গরমে অনেক এলাকায় পানীয় জলের অভাব মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। পুর কর্তৃপক্ষ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন জলের পাম্প বসালেও ১, ২, ৬, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বহু এলাকার মানুষ পরিস্রুত পানীয় জল পান না। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ইফতার-এর মিলন উৎসবে প্রণব-অধীর

অসিত রায় : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকে লক্ষ্য রেখে জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে রোজা ইফতার-এর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সম্মতিনগর বাজার সংলগ্ন স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল মাঠে গত ১৪ অক্টোবর '০৬। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ ও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগম। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদের সদস্য মহঃ আখরুজ্জামান এক সাক্ষাৎকারে জানান—'সম্প্রীতির বাতাবরণে এই ধরনের বিশাল মিলন উৎসবের আয়োজন এর আগে কোনদিন এখানে হয়নি।' নানা রকমের ফল, মিষ্টি, তেলেভাজা আর মুড়ি দিয়ে তৈরী হয়েছিল নিয়ম ভাঙ্গার পর হাজার চারেক মানুষের খাবারের থালা। ইসলাম ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে রসুল বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। হজরত মহঃ ছিলেন শেষ মহাপুরুষ বা নবী। যিনি ইসলাম ধর্মের পুণ্যতা প্রচারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইদলফিতরের এক মাস আগে রমজান মাসে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এক মাস রোজা রেখে তাদের পাপ মোচন করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ গ্রামে অশান্তি চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ইছাখালি গ্রামে গত ৬ অক্টোবর দুপুরে জুম্মার নামাজ পড়ে একদল উপোসী মানুষ মসজিদ থেকে ফিরছিলেন। ঐ সময় তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে আটজন আহত হন। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আহতদের একজন মুরজেদ আলি অভিযোগ করেন—তারা নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বার হবার পর পঞ্চায়েত অফিসের কাছে এলে কংগ্রেস দলের একদল লোক তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। কুড়িজনের নামে তারা অভিযোগ করলেও এখন পর্যন্ত মাত্র একজন ধরা পড়েছে। গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ ক্যাম্প (শেষ পৃষ্ঠায়)

খুড়িপাড়া গ্রাম থেকে জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের খুড়িপাড়া গ্রাম থেকে গত ৭ অক্টোবর স্থানীয় পুলিশ একশো টাকার পাঁচখানা জাল নোট উদ্ধার করে। জানা যায়, ঐ গ্রামের জনৈক প্রহ্লাদ মন্ডল একশো টাকার বেশ কিছু জাল নোট নিয়ে ঘটনার আগের রাতে জুয়ো খেলতে যায়। জুয়োর আসরের লোকজন প্রহ্লাদকে একশো টাকার চকচকে নোট বার করে খেলতে দেখে। এবং জিতে গিয়ে অন্যদের পুরনো নোট পকেটে পুরতেও দেখে। রাতে এ ব্যাপারে কিছু (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ ভাবা যায় ? ॥

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এমন গগনস্পর্শী মূল্যের তকমা আঁটিয়াছে যে, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ তাহা সংগ্রহ করিতে নাজেহাল হইতেছেন। জীবন ধারণের জন্য যে অপরিহার্য উপকরণ— চাল, ডাল, তেল, আটা, চিনি, সবজি, মাছ কিনিতে হিমসিম খাইতে হইতেছে। বর্তমানে আলুর দাম ৯—১০, যে কোন শাক ২০ টাকার নিম্নে নয়। যে কোন কুমড়ো ১০ টাকা কেজি, বাঁধা কপি ১০ টাকা কেজি। ফুল কপির দামের ঠিক নাই। ছোট ছোট ফুলকপি ৮—১০ এর নিম্নে পাওয়া দুষ্কর। বেগুন ১৮—২০, পুজা-পার্বন না থাকিলেও শশা ১২—১৪র কমে পাওয়া যায় না। পটল ২৪—৩০ কেজি। মাছের বাজারেরও একই অবস্থা। দরের প্লবগত্ব রোধ করা যাইতেছে না। এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিরও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ ইহার জন্য সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্টের বিপুল সংখ্যক কর্মীর কেনাকাটাকে দায়ী করিতেছেন।

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার, কোনও পক্ষেরই এই দর বৃদ্ধির ব্যাপারে মাথা ব্যথা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে গদি সামলাইতে ব্যস্ত ; অন্যদিকে মন দিবার অবকাশ কম। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় ব্যস্ত। তাহার কারণে সময় ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং জনদরদী শাসককুল (কেন্দ্র এবং রাজ্য) আজ সাধারণ মানুষের কথা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছেন না। ফলে দরিদ্রের যেমন নাভিশ্বাস, উচ্চবিত্ত ও সরকারী কৃপায় বর্দ্ধিত বেতনভোগী কর্মচারীদের তেমনই উল্লাস পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা দরবৃদ্ধির জন্য ভাবিত নহেন। দফায় দফায় ডি. এ.-র দাক্ষিণ্য ত রহিয়াছে। তাই চিন্তা নাই। কোনই ব্যবস্থা নাই। দিনমজুর, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য।

সাধারণ মানুষদের জন্য রেশন ব্যবস্থা দুই প্রকার। (এক) বিধিবদ্ধ রেশনিং, (দুই) সংশোধিত রেশনিং। উভয় ক্ষেত্রে যে দ্রব্য সরবরাহ করা হয়, তাহার দাম খোলাবাজারে দাম অপেক্ষা কিছু কম। তাও সব জিনিস পাওয়া যায় না। রেশন ব্যবস্থা এখন তেমন সচল নয়। নির্বাচনী প্রচারে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পর মুন্ডুপাত করিতে থাকে। দরিদ্রেরা বা নিম্নবিত্তেরা যে তিমিরে, সেই তিমিরে। আর ক্রয়ক্ষমতা যাঁহাদের খুবই সীমাবদ্ধ, তাঁহারা জিনিস কিনিতে গিয়া হা-হুতাশ করেন, এই অসাম্যবাদ কবে ঘুচিবে ?

প্রসঙ্গ ঃ জীবন বিমা করা হারাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গিয়াসুদ্দিন

এখন প্রশ্ন হলো কারা ঠিক ? যাঁরা ফতোয়া জারি করেছেন তাঁরা, না প্রতিবাদীরা ? এক উত্তর খোঁজার আগে একটা বিষয় স্মরণে রাখতে হবে, তাহলো, যাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন তাঁরা কাঠমোল্লাদের শ্রেণীভুক্ত নন। ইসলামি শাস্ত্রে তাঁদের সুগভীর জ্ঞান আছে এবং তাঁরা ঐ শাস্ত্রে সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কোরান-হাদিসের অপব্যাখ্যা করেছেন এমন সাফাই তাই চটুল উক্তি বলেই মনে হয়। তাছাড়া যাঁরা ফতোয়ার সমালোচনাকারী ইসলামি শাস্ত্রে তাঁদের পান্ডিত্য কিন্তু সংশয়াতীত বা প্রশ্নাতীত নয়। তাহলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কেন ? কারণটা এমন হতে পারে যে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা চান, ইসলামের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যেন ইসলামের মাথায় জ্বলজ্বল করে। এও এক ধরনের মৌলবাদী চিন্তা। তাই যখনই মনে হয় যে, কোনো ফতোয়ার কারণে ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে তখন তারা ঐ ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুখর হয়। ইসলামি শাস্ত্রে পন্ডিত উলামা তথা আলেম সমাজ মনে করে, ইসলামের আধুনিকিকরণ করলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হবে, তাই তাঁরা যে কোনো মূল্যে ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে চান এবং যতই কর্কশ বা যতই অমানবিক শোনাক তাঁরা কোরান-হাদিসের নির্দেশ মতোই ফতোয়া জারি করেন।

এখন প্রশ্ন হলো 'জীবন বিমা হারাম' —এই ফতোয়া কি' সঠিক ? শরিয়ত সম্মত ? অবশ্যই শরিয়ত সম্মত। কোরান-হাদিসে যা নেই এমন প্রশ্নের মীমাংসা করা হয় কোরান-হাদিসের আলোকেই। এটা মুসলমান সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম। কেন 'জীবন বীমা' হারাম তার একটা যুক্তির কথা নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ফতোয়া দাতাদের সেই কোরানীয় যুক্তি মোটেই দুর্বল নয়। জীবন যে আল্লার দান তা অস্বীকার করেন না তাঁরাও যাঁরা জীবন বিমাকে হারাম মনে করছেন না। যাক সে যুক্তিতর্ক। দ্বিতীয় যে কারণে জীবন বিমাকে হারাম বলা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। যাঁরা ফতোয়া প্রদান করেছেন তাঁদের বক্তব্য হলো, জীবন বিমা বোনাস হিসাবে যা প্রদান করে থাকে তাহলো প্রকৃত অর্থে সুদ। আর কোনো মুসলমান সুদ নিতে পারে না, এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। এ প্রসঙ্গে কোরান কী বলছে দেখা যাক ঃ 'হে মুসলমানগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইও না এবং আল্লাহর ভয় রাখ, যাতে নাজাত পাইতে পার।' (সুরা আল ইমরান, আয়াত—১৩০)। অন্যত্র আরও বিশদে সুদ সম্পর্কে বলা আছে। যেমন ঃ 'যারা সুদখোর তারা কেয়ামতের দিন শয়তানের আছর প্রাপ্ত লোকের ন্যায় দিশাহারাভাবে দাঁড়াবে। তা এ কারণে যে, তারা বলত ঃ ব্যবসায় তো সুদের মতো। বস্তুত আল্লাহ ব্যবসায় হালাল আর সুদ হারাম করেছেন। সুতরাং যে কেহ রব্বের নির্দেশ পাবার পর পূর্বকর্ম ছেড়ে দেয় তবে তার জন্যই থাকবে সুফল, তার ব্যাপার আল্লাহর হাতে ; আর যারা পুনরাবৃত্তি করবে তারা দোজখবাসী হবে চিরতরে।' (২ ঃ ২৭৫)। পরের আয়াতেই বলা আছে, 'আল্লাহ সুদ নির্মূল এবং ছদকাকে বর্ধিত করেন....)। (২ ঃ ২৭৬)।

দেখা যাচ্ছে সুদ সম্পর্কে অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যার অবকাশ নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে হজরত মহম্মদের মক্কা বিজয়ের দিন এবং সেজন্যই ঐ আয়াতে বলা হয়েছে এরপর সুদ লেনদেন যারা করবে তারা দোজখবাসী হবে। সুতরাং যাঁরা ঐ ফতোয়ার প্রতিবাদ করে বলেছেন জীবন বীমা করা ইসলাম সম্মত তাঁরা মিথ্যাচারী। ব্যাংকের সুদ, জীবন বীমার সুদ এবং মহাজনের সুদের মধ্যে কল্পিত বিভাজন যাঁরা করছেন তাঁরা কোরান-হাদিসের অপব্যাখ্যা করছেন। এ ধরনের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, কিন্তু তাদের কল্যাণ করা যায় না। মুসলিম সমাজের কল্যাণার্থে ঐ ফতোয়ার প্রতিবাদ করলে স্বীকার করতেই হবে যে, সুদ সম্পর্কে কোরানে ঐ তিনটি আয়াতে যা বলা হয়েছে তা অতি সরল, অতি লঘু ও অতি হাল্কা কথা এবং মোটেই কালোত্তীর্ণ বিধান নয়। ঐ আয়াত তিনটি মুসলমান সমাজের উন্নতির পথে (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জে ছিঁচকে চোরের উৎপাত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শহরে কিছুদিন থেকে ছিঁচকে চোরের উৎপাত শুরু হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর রাতে রবীন্দ্রভবন এলাকায় জগন্নাথ সরকারের বাড়ীতে চোর ঢুকে বাড়ীর ব্যবহার করা বাসনপত্র ও কিছু জামা কাপড় নিয়ে যায়। তার কয়েকদিন আগে একইভাবে পাকুড়তলার প্রবীর ব্যানার্জীর বাড়ী থেকেও বেশ কিছু ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র চোরে নিয়ে গেছে। রাতে শহরে পুলিশ পাহারার রেওয়াজ কি উঠে গেছে ?

সর্প দংশনে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ইসলামপুর নিমতলা এলাকার সেরাজ সেখ (৩৮) বোলপুরে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। সেখানে গত ২ অক্টোবর রাতে সর্প দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন তাঁর মরদেহ ইসলামপুর আনা হলে সেখানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

জীবন বিমা করা হারাম (২য় পৃষ্ঠার পর)

মস্ত বড় অন্তরায় এবং অবশ্যই এ যুগে বর্জনযোগ্য। সাহস করে বলতে হবে যে মানব সমাজ সতত ক্রিয়াশীল এবং পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল মানব সমাজে কোনো আইন, বোধ-বিশ্বাস, মূল্য-বোধই শাশ্বত নয়. কোরানের আইনও নয়। যা পুরানো, জরাজীর্ণ, যা বর্তমান যুগের জন্য অচল তা বর্জন করার সাহস অর্জন করতে হবে। সেই সাহসি বর্জনের মধ্যেই মানব সমাজের মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। (শেষ)

সেলস্‌ম্যান চাই

অভিজাত প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন এ্যাকাউনটেন্ট কাম সেলস্‌ম্যান প্রয়োজন। মোটর সাইকেল চালাতে জানা আবশ্যক।

যোগাযোগ ঃ ৯৪৩৪১৬৮৫৯৪

বামফ্রন্ট সরকার

গৌরবময় ৩০ বছর বিকাশের
নতুন অঙ্গীকার
তিন দশকের বামফ্রন্ট সরকার

লক্ষ্য শুধু গোলাভরা ফসল নয়।
লক্ষ্য হল লক্ষ লক্ষ কৃষকের হাসি মুখ।
আর সেই লক্ষ্যের পথেই আমাদের
এই তিরিশ বছরের এগিয়ে চলা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি আমাদের ভিত্তি
শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ

স্মারক সংখ্যা ৫৪৮ (২৮) তথ্য/ মুশিঃ তাং ৪/৯/২০০৬

ধনপতনগরকে গঙ্গা ভাঙন থেকে রক্ষার দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলারদের উদ্যোগে ধনপতনগরকে বাঁচাতে সম্প্রতি পুরপতির কাছে এক ডেপুটেশন দেয়া হয়। প্রধান দাবী দিল— ১। পুর এলাকার অন্তর্গত আলকাপপীঠ ধনপতনগরকে গঙ্গা ভাঙন থেকে রক্ষা করা। ২। ওখানকার রাস্তা-ঘাটের উন্নতি। ৩। আর্সেনিক-মুক্ত ট্যাপের পানীয় জল, নতুন বস্তিতে বৈদ্যুতিকীকরণ। তার প্রেক্ষিতে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান—ভাগীরথী সেতুর পূর্বপারে উত্তরে এক কিমি এবং দক্ষিণে এক কিমি এলাকায় গঙ্গা ভাঙ্গন রুখতে বার কোটি টাকার একটা প্ল্যান এষ্টিমেট পুরসভা থেকে সেচ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ওটা মঞ্জুর হলেই পার বাঁধানোর কাজ শুরু হবে।

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাংবাদিক সৌমিত্র সিংহ রায় ও শান্তনু সিংহ রায়ের মা আভা সিংহ রায় (৭০) গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে পরলোকগমন করেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের হীরেন সিংহ রায়ের সহধর্মিণী আভা দেবীর মধুর ব্যবহারে গ্রামের মানুষ তাঁকে ভালোবাসতেন।

হোমিও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের হিলোরা গ্রামে গত ৮ অক্টোবর শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দর পাবলিক দেব এষ্টেট প্রাঙ্গণে এক দাতব্য হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক জানে আলম মিঞা। এই দেব এষ্টেটের অতীত এবং বর্তমানের বহু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন দেব এষ্টেট ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক উমাপতি মন্ডল এবং সদস্য অসীম ব্যানার্জী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে, জঙ্গিপুর নিবাসী সেলাই শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আরো প্রকাশ থাকে যে সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষিকার সেলাই পরীক্ষার পাশ করা সার্টিফিকেট অবশ্যই প্রদর্শন করিতে হইবে। এবং সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল আবেদন পত্রের সহিত দিতে হইবে। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইবে। সেলাই শিক্ষিকাদের মাসিক ২৫০০/- করিয়া সাম্মানিক দেওয়া হইবে। আবেদনকারী সেলাই শিক্ষিকাদের ব্লক অফিসে আগামী ১৫/১১/০৬ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত সেলাইগুলির শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক।

১। কাঁথা সেলাই ২। এমবোডারী সেলাই
৩। টেলারিং-এর কাজ।

বিস্তারিত যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ—
১। ব্লক নারী উন্নয়ন আধিকারিক
২। ফিসারী এক্সটেনশন অফিসার।

অফিস চলাকালীন ফোন করিয়া যোগাযোগ করিবেন।
ফোন নং—২৬৪২৪১/২৬৪২৪৪

স্বাঃ/- সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক-২, জঙ্গিপুর

পুজোর দিনে চিত্রকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জের একটি লজে নন্দন কলা নিকেতন এক চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রবীর দাস এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী সার্থকভাবেই এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। চারুকলা ও কারুকলা বিষয়ভিত্তিক এই ধরনের প্রদর্শনী শহরে নতুন না হলেও উপস্থাপনা তুলনামূলকভাবে অনেক ব্যাপক। প্রদর্শনীতে শিশু, কিশোর ও প্রশিক্ষকদের আঁকা প্রায় চারশো ছবি ও কিছু ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। সমগ্র চিত্র সম্ভারগুলিকে বয়স ভিত্তিক চার ভাগে ভাগ করা হয়। ছবির মান ও বাঁধাই প্রশংসনীয় হলেও ভাস্কর্য তুলনামূলকভাবে বেশ কম ছিল। ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট সৃজনশীল ও সংগঠিত। ছবির বিষয়বস্তুতে আরও একটু বৈচিত্র্য আনতে পারলে ভালো হতো। মডার্ণ আর্টের কিছু নমুনা প্রদর্শনীর উৎকর্ষতা অনেক বাড়িয়ে দিত।

গ্রামে অশান্তি চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই এলাকায় সিপিএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বহুদিন ধরে চলছে। গত বছর পঞ্চায়েত ভোটের পর দু' পক্ষের এক সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হাই কোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে পরে জঙ্গিপুর কোর্টে হাজির হন বলে খবর। এই ঘটনায় সিপিএমের পক্ষ থেকে ৪২ জনের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগও করা হয়।

পানীয় জলের সমস্যা সেখানে মেটেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

জলের সংযোগ থাকলেও নাকি ঐ সব এলাকার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি পুরসভার পানীয় জলের পাইপের সঙ্গে নিজেদের মোটরের লাইন যোগ করে ঐ জল ব্যক্তিগত ট্যাঙ্কিতে ভর্তি করে নেন। এই বেআইনী কারবার পুর কর্তৃপক্ষ জানলেও ভোট রাজনীতিতে এর কোন প্রতিকার হয় না। তাই এতগুলো ওয়ার্ডের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

মিলন উৎসবে প্রণব-অধীর (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রণব মুখার্জী, অধীর চৌধুরী প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন এই সব ইসলাম ধর্মের আদর্শের কথা।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপুজা, দীপাবলী ও ঈদের

● বিশেষ উপহার ●

- ☐ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৮% (৬ বছর)
- ☐ ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে।
- ☐ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ।
- ☐ গিফট্ চেক্ (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- ☐ অল্প সুদে (মাত্র ৯% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- ☐ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ মাত্র ৯% থেকে ১২% মধ্যে।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ॥ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা, সম্পাদক — শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি

জাল নোট উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

বুঝতে না পারলেও পরের দিন সকালে দেখা যায় চকচকে একশো টাকার নোটগুলো সবই জাল। অন্য জুয়ারীরা ঐ নোট নিয়ে সকালে প্রহ্লাদের বাড়ী চড়াও হলে সে গা ঢাকা দেয়। প্রহ্লাদের বাবা টেলি দপ্তরের কর্মী আনন্দ মন্ডল ছেলের অপরাধ চাপা দিতে জাল নোটগুলো নিয়ে তাদেরকে প্রকৃত নোট দেন। এর মধ্যে ভুক্তভোগীদের কেউ পাঁচখানা একশো টাকার জাল নোট গ্রামের জয়দেব মন্ডলের মুদি দোকানে ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। জয়দেব নোটগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ঐ জাল নোট উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বা এই সব জাল নোট কোথা থেকে কার মাধ্যমে এখানে এলো সে ব্যাপারে কোন পুলিশী তৎপরতা দেখা যায়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

আসল সিল্ক সঠিক দাম

আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদোসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

বিঃ দ্রঃ সমস্ত রেশম বস্ত্রের উপর বিশেষ ছাড় ২০% ও সরকারী ছাড় ১০%। ২৫ অক্টোবর '০৬ পর্যন্ত এই রিবেট দেওয়া হবে।

মির্জাপুর মেন রোড, মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬ মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ীর বৈচিত্র্যে সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)

মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।